তারিখ 10 DEC 2015
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

রোকেয়া স্মৃতিকেন্দ্র

আলোকিত হোক, আলো ছড়াক

রংপুরের পায়রাবন্দে প্রতিষ্ঠিত বেগম রোকেয়া স্মৃতিকেন্দ্রে কেবল এই মহীয়সী নারীর মৃত্যু দিবস উপলক্ষে তিন দিন আলো জ্বলে, আলোচনা-অনুষ্ঠান চলে; বছরের বাকি সময় পড়ে থাকে অন্ধকারে তালাবদ্ধ হয়ে— বুধবার সমকালে প্রকাশিত এমন প্রতিবেদন আমাদের হতাশ না করে পারে না। আমরা জানি, বেগম রোকেয়া সারাজীবন কীভাবে সমাজের অন্ধকার তাড়ানোর কাজে নিমগ্ন ছিলেন। প্রত্যাশা ছিল, নারী জাগরণের এই পথিকৃতের লেখনী, চিন্তা ও তৎপরতা সামনে রেখে তার জীবনাবসানের পরও আমাদের সমাজ আলোকিত করার কাজ এগিয়ে যাবে। বস্তুত এই বিবেচনা থেকেই তার জন্মস্থান-রংপুরের মিঠাপুকুরের পায়রাবন্দে তিন একরের বেশি জমির ওপর গড়ে তোলা হয়েছিল বেগম রোকেয়া স্মৃতিকেন্দ্র। আমাদের মনে আছে, ২০০১ সালে স্মৃতিকেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পায়রাবন্দকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম পাদপীঠ হিসেবে গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়েছিলেন। সে লক্ষ্যেই স্মৃতিকেন্দ্রের মূল ভবনে আড়াইশ' আসনের মিলনায়তন, একশ' আসনের সেমিনার কক্ষ, গবেষণা কক্ষ, প্রশিক্ষণ কক্ষ, মহাফেজখানা, অতিথিশালা প্রভৃতি সন্নিবেশ করা হয়েছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, এসবের সদ্ব্যবহার দূরে থাক, সমকালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে— মাত্র তিন দিনের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলেই 'সুনসান' হয়ে পড়ে বেগম রোকেয়ার বাস্তুভিটা ও স্মৃতিকেন্দ্র। তার ভ্রাতুষ্পুত্রী রঞ্জিনা সাবেরের এই ক্ষোভ যথার্থ যে বাঙালি নারী সমাজের অগ্রপথিকের স্মৃতিবিজড়িত এসব স্থাপনার কোনো উপযোগিতা থাকবে না। প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে, উদ্বোধনের সময় প্রধানমন্ত্রী সেখানে যে জলপাই গাছ লাগিয়েছিলেন, তা এখন বড় হয়ে জলপাইও ধরেছে। অথচ তিনি যে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন, তাতে প্রতীকী অর্থে কোনো ফল ফলল না! আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, যদি সামাজিক উন্নয়নে কাজে না লাগে, তাহলে চার কোটি টাকা ব্যয়ে এই স্থাপনা-নির্মাণ ও বছর বছর অন্তঃসারশূন্য আনুষ্ঠানিকতার অর্থ কী? আমরা মনে করি, আইনি যেসব জটিলতা রয়েছে, তা নিরসনে কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছাই যথেষ্ট। সমাজে যখন অন্ধকার দূর করা, নারীর অগ্রগতি ও মুক্তি নিশ্চিত করা সবচেয়ে বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে; যখন বেগম রোকেয়ার অনুপ্রেরণা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন; তখন এই চিত্র কোনোভাবে মেনে নেওয়া যায় না। আমরা দেখতে চাই, স্মৃতিকেন্দ্রটি আবার আলোকিত হয়ে উঠেছে এবং চারপাশে আলো ছড়াচ্ছে।